বিসিএস প্রশাসন একাডেমি গবেষণা নীতিমালা, ২০২১

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

খালি থাকবে।

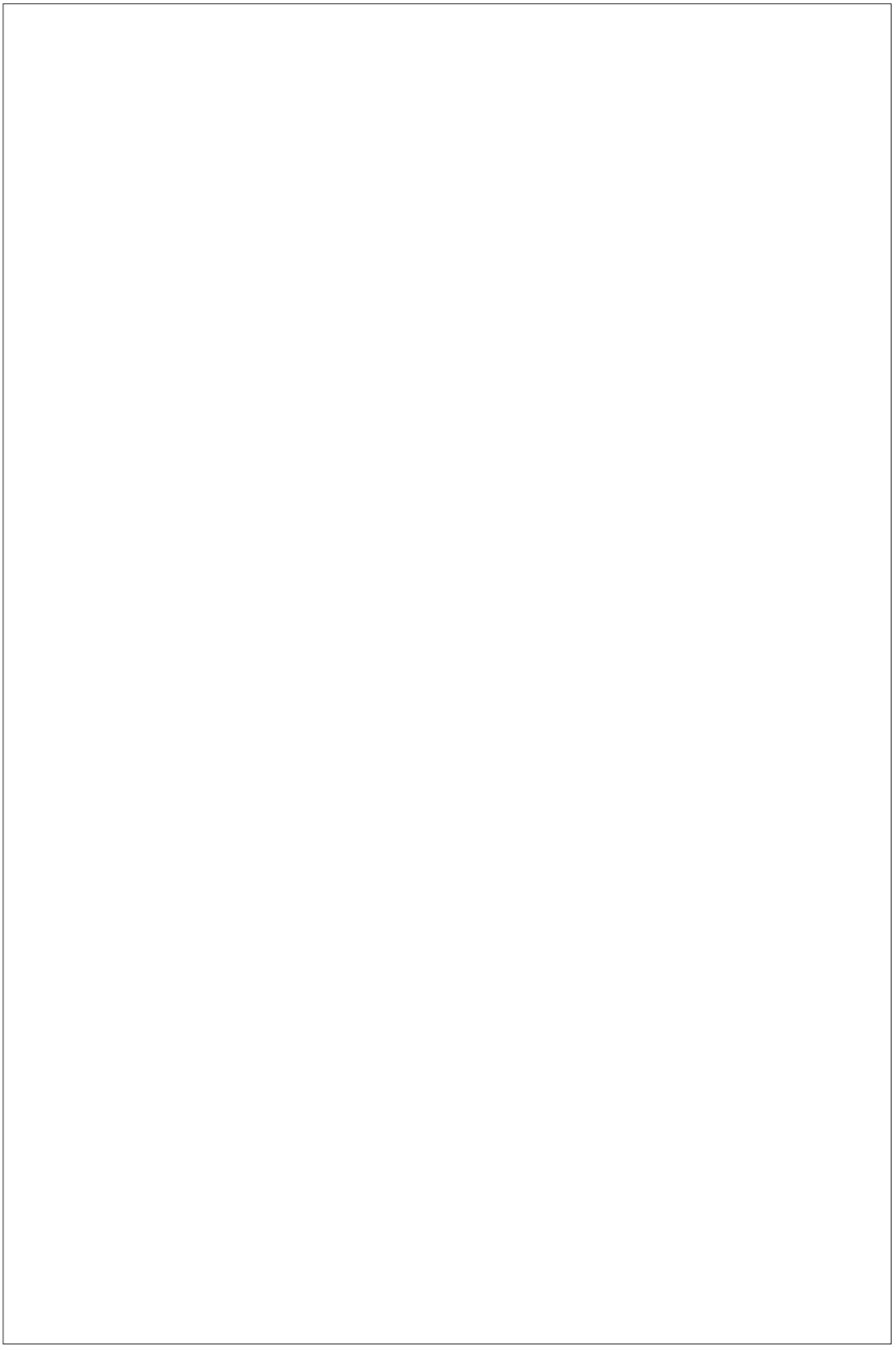

প্রথম অধ্যায় : প্রারম্ভিক

১.১ শিরোনাম

এ নীতিমালা 'বিসিএস প্রশাসন একাডেমি গবেষণা নীতিমালা, ২০২১' নামে অভিহিত হবে।

১.২ সংজ্ঞা

একাডেমি : একাডেমি বলতে বিসিএস প্রশাসন একাডেমিকে বুঝাবে।

নীতিমালা : নীতিমালা বলতে 'বিসিএস প্রশাসন একাডেমি গবেষণা নীতিমালা, ২০২১'-কে বুঝাবে।

গবেষণা : গবেষণা বলতে অনুচ্ছেদ ৩.১-এ উল্লিখিত তহবিলের আওতায় সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমকে বুঝাবে।

১.৩ নীতিমালার উদ্দেশ্য

(ক) সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রতিশ্রুতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা এবং তথ্য-উপাত্ত ও ফলাফল দিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করা;

(খ) সরকার কর্তৃক বিবেচনাধীন/প্রস্তাবিত/অনুস্বাক্ষরিত/অনুমোদিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চুক্তি, সনদ, নীতি কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;

(গ) সরকারের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, উন্নয়ন দর্শন, উন্নয়ন প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;

(ঘ) উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ-সম্পর্কিত বিষয় এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা এবং দক্ষতা অর্জনে নতুন উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া অনুসন্ধান;

(ঙ) বিসিএস প্রশাসন একাডেমি পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগত মানোন্নয়নে গবেষণা;

(চ) বিসিএস প্রশাসন একাডেমির অনুষদ সদস্যদের পেশাদারিত্ব উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা/প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান;

(ছ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে দেশীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে (সম্পূর্ণ বা আংশিক) গবেষণা পরিচালনা;

(জ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট যে-কোনো বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা; এবং

(ঝ) বিশ্বমানের গবেষণা প্রকাশের মাধ্যমে জনপ্রশাসন-সংক্রান্ত একাডেমিক অধিক্ষেত্রে বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : গবেষণা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা

২.১ গবেষণা কমিটি

একাডেমির গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ একটি গবেষণা কমিটি থাকবে-

i.	রেক্টর	সভাপতি
ii.	মেম্বার ডাইরেক্টিং স্টাফ (সকল)	সদস্য
iii.	প্রতিনিধি, সিপিটি অনুবিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	”
iv.	প্রতিনিধি, সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	”
v.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের একজন অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক মনোনীত)	”
vi.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের একজন অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক মনোনীত)	”
vii.	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একজন রিসার্চ ফেলো	”
viii.	পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)	”
ix.	পরিচালক (প্রশাসন)	”
x.	পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	”
xi.	উপপরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোনো সদস্য কো-অপ্‌ট করতে পারবে।

২.২ গবেষণা কমিটির কার্যপরিধি

(ক) অনুচ্ছেদ ৩.১-এ উল্লিখিত তহবিলের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা গবেষণা পরিচালনার জন্য বিষয় নির্ধারণ, প্রস্তাব আহ্বান, প্রাপ্ত প্রস্তাব মূল্যায়ন ও সুপারিশ প্রদান; এবং

(খ) সম্পাদিত গবেষণার ফলাফল প্রকাশনা সম্পর্কে মতামত প্রদান, সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.৩ গবেষণা কার্যক্রমের অনুমোদন ও বাস্তবায়ন

(ক) রেক্টর গবেষণা কমিটির সুপারিশসমূহ চূড়ান্ত অনুমোদন দিবেন এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন;

(খ) অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট বাজেট উল্লেখ করে গবেষণা শাখা অফিস আদেশ জারি করবে; এবং

(গ) অনুমোদিত গবেষণাসমূহের অগ্রগতি তত্ত্বাবধান, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধনে গবেষণা কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর ন্যূনতম একবার সভায় মিলিত হবে। প্রয়োজনে কমিটি যে-কোনো সময় সভায় মিলিত হতে পারবে।

২.৪ গবেষণার ক্ষেত্র

i. জনপ্রশাসন ও জননীতি;
ii. জনপ্রশাসন সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি;
iii. সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা;
iv. উন্নয়ন প্রশাসন এবং উন্নয়ন অর্থনীতি;
v. মুক্তিযুদ্ধ ও জনপ্রশাসন;
vi. জনপ্রশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমসাময়িক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়; এবং
vii. জনস্বার্থে প্রয়োজন এরূপ যে-কোনো ক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গবেষণা পরিচালনা করা।

২.৫ বাজেট অনুসারে গবেষণা কার্যক্রমের ধরন

অনুমোদিত বাজেট অনুসারে তিন ধরনের মৌলিক এবং প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে-

(ক) ক-শ্রেণির গবেষণা : ২০,০০,০০০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকার ঊর্ধ্বের বাজেট সম্পন্ন গবেষণা;

(খ) খ-শ্রেণির গবেষণা : ১০,০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা থেকে ২০,০০,০০০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বাজেট সম্পন্ন গবেষণা; এবং

(গ) গ-শ্রেণির গবেষণা : অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকার বাজেট সম্পন্ন গবেষণা।

প্রয়োজনে কমিটির সুপারিশক্রমে রেক্টর গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক পরিধি পুনঃনির্ধারণ করতে পারবেন।

২.৬ গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ

গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ গবেষকগণ নির্ধারণ করবেন এবং ধরন অনুসারে তা নিম্নরূপ হবে-

i. ক-শ্রেণির গবেষণা : অনূর্ধ্ব ৩০ মাস;

ii. খ-শ্রেণির গবেষণা : অনূর্ধ্ব ২৪ মাস; এবং

iii. গ-শ্রেণির গবেষণা : অনূর্ধ্ব ১৮ মাস।

২.৭ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সময়সূচি

(ক) অর্থবছর শুরুর পূর্বে নিম্নরূপ সময়সূচি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে-

i. পূর্বের অর্থবছরের আগস্ট মাসের মধ্যে গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করতে হবে এবং প্রস্তাব দাখিলের সর্বশেষ সময় হবে অক্টোবর মাস;

ii. গবেষণা প্রস্তাব প্রাপ্তির পর গবেষণা কমিটি এই নীতিমালার বিধানসমূহের সঙ্গে গবেষণা প্রস্তাব কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা যাচাই-বাছাইপূর্বক ডিসেম্বর মাসের মধ্যে খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবে; এবং

iii. নতুন গবেষণার জন্য প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের সম্ভাব্য ব্যয়, একাধিক অর্থবছরব্যাপী চলমান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, সম্মানি খাতের সম্ভাব্য ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয়সহ গবেষণা উপখাতের প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের লক্ষ্যে জানুয়ারি মাসের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) অর্থবছর শুরুর পর নিম্নরূপ সময়সূচি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে-

i. গবেষণা কমিটি জুলাই মাসের মধ্যে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পরিমার্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষকগণকে পরামর্শ প্রদান করতে হবে;

ii. আগস্ট মাসের মধ্যে গবেষকগণের অনুকূলে অফিস আদেশ জারি সম্পন্ন করতে হবে এবং Inception Report জমা প্রদান ও গৃহীত হওয়া সাপেক্ষে ১ম কিস্তির অর্থ অগ্রিম প্রদান করতে হবে; এবং

iii. যৌক্তিক কারণে কমিটির সুপারিশক্রমে রেক্টর সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবেন।

২.৮ গবেষণা পরিচালক/গবেষক, সহ-গবেষকের যোগ্যতা

(ক) বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যগণ, একাডেমির অনুষদবৃন্দ, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং গবেষণা ক্ষেত্রসমূহে নিয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. গবেষকগণ প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন;

(খ) গবেষণা পরিচালক/গবেষক জাতীয় বেতন স্কেলে ন্যূনতম ৬ষ্ঠ গ্রেডে কর্মরত হবেন। তবে সহ-গবেষক বা গবেষণা সহযোগী ও সহকারীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৬ষ্ঠ গ্রেডে কর্মরত থাকার বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হবে না;

(গ) একক/দলগত/প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গবেষণা প্রস্তাব দাখিল করা যাবে;

(ঘ) একই ধরনের বা গুরুত্বের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যগণ এবং একাডেমির অনুষদবৃন্দ প্রাধান্য পাবেন;

(ঙ) গবেষণা কমিটি গবেষণা পরিচালক/গবেষক এবং সহ-গবেষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গবেষণার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে; এবং

(চ) একজন গবেষক একইসময়ে একটি গবেষণায় নিযুক্ত হতে পারবেন। গবেষণাকর্মের জন্য ভ্রমণকাল দাপ্তরিক কাজে কর্মরত হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে উক্ত ভ্রমণ ব্যয় সংশ্লিষ্ট গবেষণার বাজেট থেকে নির্বাহ করতে হবে।

২.৮.১ গবেষণা পরিচালক/গবেষক, সহ-গবেষকের অযোগ্যতা

(ক) একই সময় অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থা/সরকারি প্রতিষ্ঠানের আওতায় গবেষণারত থাকলে;

(খ) চাকরিবিধি বা প্রচলিত আইনের আওতায় শাস্তিপ্রাপ্ত হলে;

(গ) বুদ্ধিবৃত্তিক বা নৈতিক অসততার প্রমাণিত অভিযোগে অভিযুক্ত হলে;

(ঘ) গবেষণা কমিটি কর্তৃক ইতোপূর্বে অযোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকলে অযোগ্যতার কারণ বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত;

(ঙ) একই বিষয়ে ইতোমধ্যে কমিটির বিবেচনায় একাধিক গবেষণা সম্পন্ন করে থাকলে;

(চ) সরকারের পলিসি এবং ভাবমূর্তির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা প্রস্তাব দাখিল করে থাকলে।

২.৯ গবেষণা প্রস্তাবের কাঠামো

গবেষণা প্রস্তাব জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং সরকারের নীতি-কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। একটি গবেষণা প্রস্তাবে প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

i. ভূমিকা/গবেষণা সমস্যা;

ii. গবেষণার যৌক্তিকতা;

iii. গবেষণার উদ্দেশ্য;

iv. গবেষণার পরিধি;

v. গবেষণা পদ্ধতি (বিশদ বিবরণসহ);

vi. বিশ্লেষণ/উপাত্ত উপস্থাপন পরিকল্পনা;

vii. কর্মপরিকল্পনা/সময়সীমা;

viii. বাজেট বিভাজন;

ix. গবেষণা পরিচালক/গবেষক, সহ-গবেষক (গণ)-এর জীবনবৃত্তান্ত।

২.১০ গবেষণা কার্যক্রম আরম্ভ

গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনের পর পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)/প্রকল্প পরিচালক প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুকূলে দপ্তরিক আদেশ জারি করবেন। দপ্তর আদেশ জারির তারিখ থেকে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

২.১১ গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

(ক) প্রতিটি গবেষণা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য গবেষণা কমিটি নিম্নরূপভাবে পরিবীক্ষক/মূল্যায়ক নির্ধারণ করবে-

i. ক-শ্রেণির ও খ-শ্রেণির গবেষণার ক্ষেত্রে একজন পরিচালক, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন একাডেমি-বহির্ভূত বিশেষজ্ঞ (ন্যূনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক) নিয়োজিত হবেন; এবং

ii. গ-শ্রেণির গবেষণার ক্ষেত্রে একজন পরিচালক/উপপরিচালক নিয়োজিত হবেন।

(খ) উক্ত মূল্যায়নকারীগণ গবেষণা প্রস্তাবে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও পরিধির আলোকে গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন করবেন। গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য গবেষণা মূল্যায়নকারীগণ গবেষকগণকে তথ্য, ছবি, ভিডিও ক্লিপ ও তথ্যসূত্র সংযুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করতে পারবেন।

২.১২ গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা

(ক) চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক গবেষণা সেমিনার আয়োজন করা হবে। সেমিনারে আলোচক হিসাবে নিম্নরূপ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন-

i. পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা);

ii. গবেষণা কমিটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধিগণের মধ্যে যে-কোনো একজন অথবা গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক (ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক); এবং

iii. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ (যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের রিসার্চ ফেলো/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অনুষদ সদস্য/বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/বিদেশি বিশেষজ্ঞ)।

(খ) গবেষণা কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষক গবেষণা প্রতিবেদন ০৫ (পাঁচ) কপি (কমপক্ষে) এবং সফটকপি দাখিল করবেন। পরিমার্জিত গবেষণা প্রতিবেদন গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা হবে;

(গ) প্রতিটি গবেষণার প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারীগণের মতামত অনুসারে গবেষণা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হবে;

(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়োজিত সেমিনারে একাডেমির প্রশিক্ষণার্থীগণের উপস্থিতিকে উৎসাহিত করা হবে; এবং

(ঙ) প্রয়োজনে দেশি/বিদেশি বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে অনলাইনে যুক্ত করা যাবে।

২.১৩ গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব

একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব একাডেমির নিকট ন্যস্ত থাকবে। তবে গবেষক একাডেমির অনুমতি-সাপেক্ষে তা একাডেমির বাইরে অন্য কোথাও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। বাইরে থেকে প্রকাশ করা হলেও প্রতিবেদনের স্বত্ব একাডেমির নিকট ন্যস্ত থাকবে। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property) ও কপিরাইট (Copyright)-সংক্রান্ত বিষয়ে 'কপিরাইট আইন, ২০০০' এবং এ সংক্রান্ত প্রচলিত অন্যান্য আইন এবং বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায় : গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৩.১ তহবিলের উৎস

নিম্নলিখিত উৎসসমূহ থেকে গবেষণা তহবিল গঠিত হবে-

(ক) একাডেমির পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের গবেষণা উপ-খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ; এবং

(খ) দেশি ও বিদেশি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রদত্ত অর্থ।

৩.২ সম্মানি

(ক) একাডেমির গবেষণা উপ-খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নিম্নরূপ সম্মানি প্রদান করা হবে-

i. প্রতিটি মধ্যবর্তী গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারীগণ প্রত্যেকে ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা হারে সম্মানি পাবেন;

ii. প্রতিটি চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারীগণ প্রত্যেকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে সম্মানি পাবেন;

iii. গবেষণা কমিটির সভায় উপস্থিত একাডেমির অভ্যন্তরীণ প্রত্যেক সদস্য ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা হারে সম্মানি পাবেন। বহিরাগত সদস্যগণ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা হারে সম্মানি পাবেন; এবং

iv. গবেষণাসমূহের চূড়ান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত সেমিনারের সভাপতি ও আলোচকগণ একাডেমিতে আয়োজিত সেমিনারের জন্য অর্থবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানি প্রাপ্য হবেন।

(খ) বিদেশি এবং একাডেমি-বহির্ভূত অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণার ক্ষেত্রে অর্থ দাতাদের সঙ্গে আলোচনা করে সম্মানির পরিমাণ ও অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ করা হবে।

৩.৩ গবেষণা বাজেট বিভাজন

(ক) প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের সর্বোচ্চ ৫০% অর্থ গবেষণা পরিচালক/গবেষক, সহ-গবেষক, গবেষণা সহযোগী ও সদস্যগণ সম্মানি হিসেবে প্রাপ্য হবেন। উক্ত সম্মানি নিম্নরূপভাবে বিভাজিত হবে-

i. গবেষণা পরিচালক/গবেষকের সম্মানি- সর্বোচ্চ ২০%;

ii. সহ-গবেষকের সম্মানি- সর্বোচ্চ ১৫%; এবং

iii. গবেষণা সহযোগী ও সহকারীদের সম্মানি- সর্বমোট ১৫%

(খ) গবেষণা সহায়তা ব্যয়ের ক্ষেত্রে মূল্যায়নকারীদের সম্মানি, যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা (সরকারি দৈনিক ভাতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে), গবেষণা প্রস্তাব সেমিনারে উপস্থাপন ব্যয়, খসড়া (৫ কপি) ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন (৫ কপি) মুদ্রণ ব্যয়, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পুনর্মুদ্রণ, প্রচ্ছদ ও বাঁধাই ব্যয়, স্টেশনারি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যাবে; এবং

(গ) গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ একাধিক অর্থবছরব্যাপী হলে ব্যয় বিভাজন প্রতি অর্থবছর অনুসারে করতে হবে। উক্ত মেয়াদ ও ব্যয় বিভাজন কমিটির সুপারিশক্রমে রেক্টর কর্তৃক প্রতি অর্থবছরে অনুমোদন করতে হবে। এক্ষেত্রে আর্থিক সংস্কার ও প্রকল্প বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত বিধি বিধান অনুসরণ করতে হবে।

৩.৪ গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ

(ক) এক বা একাধিক অর্থবছরব্যাপী পরিচালিত অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ তিন কিস্তিতে গবেষণা পরিচালকের/গবেষকের অনুকূলে প্রদান করা হবে-

i. গবেষণা প্রস্তাব ও Inception Report গৃহীত হওয়ার পর অনুমোদিত গবষেণা বাজেটের শতকরা ৩০ ভাগ প্রথম কিস্তিতে অগ্রিম হিসাবে;

ii. গবেষণার মধ্যবর্তী পর্যায় (ন্যূনতম ৫০% কাজ সম্পন্ন হওয়া) পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর মধ্যবর্তী (Mid-Term Report) উপস্থাপন করে অনুমোদিত গবেষণা বাজেটের পরবর্তী শতকরা ৩০ ভাগ দ্বিতীয় কিস্তিতে অগ্রিম হিসাবে; এবং

iii. সেমিনারে উপস্থাপনের লক্ষ্যে খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন (৫ কপি) জমা প্রদান, গবেষণা কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং ৫ কপি চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর তৃতীয় কিস্তির অবশিষ্ট শতকরা ৪০ ভাগ অর্থ প্রদান করা যাবে।

(খ) একাধিক অর্থবছরব্যাপী পরিচালিত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালক/গবেষক ৩০ মে এর মধ্যে প্রযোজ্য প্রতিবেদন উপস্থাপন করে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণের আবেদন করবেন;

(গ) গবেষণা পরিচালক/গবেষক ব্যয়কৃত অর্থের ভাউচার, রশিদ, ব্যয় বিবরণী ইত্যাদি একাডেমিতে জমা দিয়ে গৃহীত অগ্রিম সমন্বয় করবেন। পূর্বে গৃহীত অর্থের সমন্বয় না করা পর্যন্ত পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জুন মাসের পূর্বে গৃহীত অর্থ সমন্বয় করতে হবে; এবং

(ঘ) কোনো গবেষণায় একাধিক গবেষক জড়িত থাকলে গবেষণাদলের সকল সদস্যকে গবেষণার অর্থ ব্যয়-সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে।

৩.৫ গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষকদের লিখিত অঙ্গীকার দাখিল

(ক) গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষণা পরিচালক/গবেষক, যুগ্ম-গবেষক ও গবেষণা সহেযোগীদের প্রত্যেকে একাডেমিকে এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকার দাখিল করবেন যে তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে গবেষণার কাজ সম্পাদনের সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন এবং কোনো কারণে গবেষণা অসম্পূর্ণ রেখে গবেষণা থেকে অব্যাহতি নিলে গৃহীত সম্মানি একাডেমিকে ফেরত প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন;

(খ) গবেষণায় পরিচালিত কার্যক্রম এবং প্রকাশিত ফলাফল/মতামত/ সুপারিশের দায় একান্তভাবে গবেষকের নিজস্ব, এ ক্ষেত্রে একাডেমি কোনো দায়দায়িত্ব বহন করবে না— এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হবে; এবং

(গ) অনুমোদিত গবেষণায় নিয়োজিত গবেষকদের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গবেষণা কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। কোনো কারণে গবেষণা কমিটির সভা আয়োজনে বিলম্ব হলে পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)-এর মাধ্যমে গবেষণা কমিটির সভাপতির নিকট হতে অনুমোদন নিতে হবে।

৩.৬ গবেষণা কার্যক্রমে গৃহীত অর্থের জবাবদিহিতা

(ক) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা কমিটির নিকট জমা না দিলে কিংবা গবেষণা কমিটি কর্তৃক জমাকৃত গবেষণা পরিত্যাজ্য/বাতিল হলে সংশ্লিষ্ট গবেষণা খাতে গৃহীত সমুদয় অর্থ গবেষণা পরিচালক/গবেষক ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন;

(খ) যদি কোনো গবেষণার ব্যয়ভার মেটানোর পর অর্থ উদ্‌বৃত্ত থেকে যায়, তবে তা গবেষণা পরিচালক/গবেষক একাডেমিকে ফেরত প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন;

(গ) যদি গবেষণা পরিচালক/গবেষক ও গবেষণায় নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তাহলে তাঁর ক্ষেত্রে গৃহীত অগ্রিম ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবেন; এবং

(ঘ) এই অনুচ্ছেদের বিধান অনুসরণে অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তা আদায় করা যাবে।

৩.৭ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তীকরণ

কোনো গবেষণা কার্যক্রমে হিসাবসংক্রান্ত ব্যয়ে অডিট আপত্তি দেখা দিলে গবেষণা শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, প্রকল্পের বাজেটের আওতায় পরিচালিত গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকল্প শাখার কর্মকর্তাগণ এবং গবেষকগণ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তীকরণের জন্য দায়ী থাকবেন। এক্ষেত্রে প্রশাসন এবং সেবা শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। অডিট আপত্তি এবং অর্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সরকারি আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক নিষ্পন্ন করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায় : গবেষণায় সহযোগিতা, প্রচার এবং বিবিধ

৪.১ এ নীতিমালার অন্যান্য বিধান প্রতিপালন-সাপেক্ষে একাডেমি অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবে।

৪.২ একাডেমি কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণার ফলাফল একাডেমির জার্নাল Bangladesh Journal of Administration and Management-এ প্রকাশ অনুমোদন-সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। অন্য কোনো দেশি বিদেশি জার্নালে অথবা পুস্তক আকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২.১৩-এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। প্রকাশনার ক্ষেত্রে 'বিসিএস প্রশাসন একাডেমি প্রকাশনা নীতিমালা, ২০২১' অনুসরণ করতে হবে।

৪.৩ গবেষণা তথ্যের যথাযথ প্রচার নিশ্চিতকরণে গবেষণালব্ধ তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হবে। যেমন : কর্মশালা, সেমিনার, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ, ওয়েবসাইট ইত্যাদি।

৪.৪ সরকারের নির্দেশক্রমে গৃহীত অন্য কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ একাডেমির রেক্টর কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৪.৫ সময়ের পরিবর্তন কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গবেষণা নীতিমালায় কোনো পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হলে গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করবেন।